Revised on 1 Nov 2021

সারস্বত প্রকাশ: অপ্রকাশিত দুয়েকটি কথা

তখন বয়সে বড় না হয়েও বড় বড় বিষয়ে মাথা ঘামানোর দুঃসাহস আমাকে পেয়ে বসেছিল। সেটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে-বিচারের সময় তখন নয়। 'সারস্বত প্রকাশ' বন্ধ হবার অর্ধ শতক পর সেইসব বিষয়ে বিভিন্ন গুণীজনের প্রবন্ধের সাক্ষ্য থেকে আমার তখনকার বিষয় নির্বাচন কতটা কালোপযোগী ছিল, এখনই-বা কতটা প্রাসঙ্গিক, সেটাই বোধহয় ভেবে দেখা যায়।

স্বল্পায়ু এই পত্রিকার গুরুত্ব নাকি অপরিসীম, বেশ কিছু লেখাও নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কবি ও প্রাবন্ধিক অভীক মজুমদারের এই আবিষ্কারে ও তাঁরই জোরাজুরিতে এই সারস্বত সংগ্রহ, 'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকার ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ।

সারস্বত, বা দুই সংখ্যা পর থেকেই অনিবার্য কারণে 'সারস্বত প্রকাশ' কখনও সংগ্রহযোগ্য বলে ভাবিনি। এখন বাধ্য হয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল, পত্রিকার শুধু প্রবন্ধ ও গ্রন্থালোচনাগুলি একত্র সংকলিত হলে হয়তো মনোজ্ঞ সাহিত্য পাঠকের কাজে লাগতেও পারে। এ পত্রিকার মোট আট সংখ্যায় দুজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। সে দুটি সাক্ষাৎকার আজও প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। এগুলিই একত্র করে একটি সারস্বত সংগ্রহ তৈরি করাই হয়তো সংগত।

তবে শুধু প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থালোচনায় পত্রিকাটির চরিত্র কি সম্পূর্ণ ধরা পড়ে? পড়ে না বলেই মনে হয় আমাদের। তাই পুরো পত্রিকাটা পাঁচ দশকের ওপার হতে হুবহু একালের পাঠকের সামনে তুলে দেওয়া হল।

একটা তথ্য অনেকের কাছে স্নিগ্ধ মজার মতো লাগতে পারে। সম্পাদক হিসেবে দিলীপকুমার গুপ্ত মহাশয়ের নাম তাঁর জোরালো আপত্তি সত্ত্বেও আমিই জোর করে যুক্ত করেছিলাম। তাঁর অসম্মতির যুক্তি ছিল, তিনি জুতো কোম্পানির প্রচার অধ্যক্ষ, সেইসঙ্গে পুস্তক প্রকাশক, তিনি কী করে পত্রিকা-সম্পাদক হবেন? বার বার তাঁর যুক্তি খণ্ডনে ব্যর্থ হবার পর আমি ঘোষণা দেবার মতোই বললাম, বেশ, পত্রিকায় আপনার নাম তাহলে মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই থাকুক।

অগত্যা তিনি আরেক সম্পাদকের সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হতে রাজি হলেন। প্রকাশক হলেন বহু গুণান্বিত শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী।

এ তো গেল সম্পাদক প্রকাশক প্রসঙ্গ। সম্পাদকের আংশিক সময়ের সহায়ক হিসেবে যে-কজন বিশিষ্ট সাহিত্যচিন্তককে পেয়েছিলাম তাঁরা হলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী ও অল্প কিছুদিনের জন্য প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। এঁরা সকলেই বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেকই বড়। দুজন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্ষণকালীন শিক্ষকও। আমাদের সৌভাগ্য যে সামান্য মাসিক সম্মানদক্ষিণার বিনিময়ে প্রথমে 'সারস্বত' ও পরে 'সারস্বত প্রকাশ'-এ বিবিধ বিষয়ে এঁরা নিয়মিত অকাতরে লিখেছেন। আমাদের পত্রিকা প্রথম থেকেই যেহেতু ছিল ভাবনাপ্রধান, তাই আমার প্রধান কাজই ছিল নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভাবা। শিল্পসাহিত্যের নানা দিক ও দিগন্ত আমাদের পত্রিকার পাতায় প্রতিফলিত করা। একেকটা বিষয়ে লেখার দায়িত্ব দিতাম আমার বন্ধুপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সহায়কদের। একই সংখ্যায় একেক জনকে একাধিক বিষয়ে লিখতে হত বলে, লেখককে ছদ্মনামের আড়ালও নিতে হত। যেমন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই গ্রন্থালোচনার পাতায় একই সংখ্যায় কোথাও সুখময় সোম, কোথাও পঙ্কজ আচার্য, কোথাও প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ও হতে হয়েছে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তই 'তিনজন সাম্প্রতিক চিত্রকর'-এর লেখক অভিমন্যু সেন। যতিচিহ্নহীন, অভিনব ও অসমাপ্ত উপন্যাসের লেখক নির্মল মৈত্র দুটি বিদেশি গদ্যের অনুবাদ করেছেন নিরঞ্জন মৈত্র নামে। (অবশ্য আমাদের এই নিয়মিত লেখকবৃত্তের বাইরেও প্রয়োজনে কখনও কখনও বিশিষ্ট কাউকে লেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।)

গ্রন্থালোচনাও আমাদের ভাবনার বিষয় ছিল। নিয়মিত আমার তৈরি গ্রন্থ তালিকা মতো নতুন নতুন

বই কেনা হত। রাত বারোটা নাগাদ হেস্টিংস স্ট্রিটে 'সারস্বত প্রকাশ'-এর নিঝুম অফিস থেকে দিলীপকুমার গুপ্ত নিজের ছোট গাড়ি চালিয়ে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ট্যাক্সিতে আমাকে তুলে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে তাঁর একবালপুরের বাড়িতে ফিরে যেতেন। গোলপার্ক থেকে পাঁচ-সাত মিনিটে যোধপুর পার্কে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় পৌঁছে সামান্য আহারান্তে নতুন বইয়ে ডুবে যাওয়া ছিল আমার নিত্য রাতের অভ্যাস। সেভাবেই আলোচনার যোগ্য বই বেছে আমাদের যোগ্য সহায়কদের একেকজনের কাঁধে একেকটি বই আলোচনার দায় চাপাতাম। কোন বইয়ের কী বৈশিষ্ট আমার চোখে পড়েছে, নিলর্জ্জের মতো তাও বুঝিয়ে বলতাম তাঁদের। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' একত্র আলোচনা করতে দেবার সময় না বলে পারিনি যে, এই নতুন দুই ঔপন্যাসিকের হাতে বাংলা উপন্যাসের বিস্তার ঘটবে অচিরেই।

শঙ্খ ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতাল ছায়া' হাতে নিয়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত নিষ্কম্প মুখভাব বজায় রেখেই বলেছিলেন, আলোচনার জন্য শঙ্খর কবিতা নির্বাচন যথার্থ। আবার প্রধান সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লহ-র 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' বইটির কথা শুধু শুনেই এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এক কপি আছে জেনে সুবীর রায়চৌধুরীকে পুরো একমাস তাঁর শনিবারের সাপ্তাহিক উপস্থিতির চারদিনই শুধু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে ওই বৃহদায়তন অভিধানের আলোচনা লেখার দায়িত্ব দিই। তারই ফল, দ্বিতীয় সংখ্যায়ই তাঁর দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অসাধারণ আলোচনা।

আমাদের পত্রিকার গল্প উপন্যাস কবিতা নিয়েও নানা স্মৃতি। এক্ষেত্রেও মনে করে আনন্দ হয় যে, আমার ফোনে বা অনুরোধপত্রের উত্তরে বয়জ্যেষ্ঠ সব কবি-সাহিত্যিক সাদরে লেখা দিয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার লিখেছেন কবিতা, বুদ্ধদেব বসু দিয়েছেন রিলকের অনুবাদ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। অল্প বয়সের দুঃসাহসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম পাওয়া গল্প চিঠি-সহ ফেরত পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, অন্য গল্প লিখে দিতে। চিঠি পড়ে, পত্রবাহককে তিনি জানিয়েছিলেন, অমরেন্দ্রবাবুকে বলবেন, এক মাসের মধ্যে অন্য একটা গল্প লিখে দেব। 'ছাতা'র মতো গল্প এভাবেই পেয়েছিলাম। অল্প বয়সের অসঙ্কোচে অমিয়ভূষণ মজুমদারকে তাঁর উপন্যাসে 'বন্ধুতা' শব্দের পরিবর্তে 'বন্ধুত্ব' করতে চেয়ে চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ সম্মতির পোস্টকার্ড পেয়েছি।

বুদ্ধদেব বসুর রিলকের ডুয়িনো এলিজিগুচ্ছ ছাপার সময় বানান সম্পর্কিত দ্বৈরথে অবশ্য আমাকে কর্ণের মতো পরাজিত হতে হয়েছিল।

পুরনো 'সারস্বত প্রকাশ'-এর মুদ্রিত পাতাগুলির ফাঁকে ফোকরে নেপথ্যের এমন অসংখ্য ঘটনা নীরব স্মৃতি হয়ে আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো পুনরুদ্ধার করা যায়, অপ্রকাশিত ছোট বড় আনন্দ-বিষাদের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করা যায় না।

পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি উদ্ধারে নামতে রাজি হয়েই বড় বিপদ, পত্রিকার দুটি মাত্র সংখ্যা ছাড়া আর কোনও সংখ্যাই আমাদের বাড়িতে পাওয়া গেল না। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সম্পূর্ণ সেট ছিল, আগে একবার 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকায় একটি লেখা পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনে চেয়েও পাইনি, কে একজন তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে নাকি নিয়ে গেছেন। এখন তো আর পাওয়াই যাবে না। এরকম আরও কারও কারও সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু কেউই প্রাণে ধরে অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাটি হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। রঘুনাথ গোস্বামীর অফিস থেকে কেউ একজন আমাকে সব সংখ্যা একসঙ্গে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন বিশ্বভারতীর নমস্য গ্রন্থনির্মাতা পুলিনবিহারী সেন আমাদের বাড়িতে এসে সেই বাঁধানো খণ্ডটি একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন। আমার কাছে কোনও সংখ্যাই আর রইল না শুনে, যাবার আগে অকাতরে বললেন, আপনি আনিয়ে নেবেন। অধ্যাপক পিনাকেশ পারকারের কাছ থেকে বহুকাল আগে একবার সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 'কালের কষ্টিপাথর'-এর পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রায় মুচলেকা দিয়ে আমাদের অফিসের এক সহকর্মী কয়েকদিনের জন্য এনে দিয়েছিলেন, এবার আর সে চেষ্টা করা গেল না।

শেষ পর্যন্ত ফেসবুকে আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বাংলা

বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং পত্রিকা বিভাগের মিলন সিংহ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার স্ক্যান করা কপি ই-মেল করায় কাজটা শুরু করা গেল।

একসময় শেষও হল। কিন্তু শেষ বিচারের ভার আমাদের হাতে নেই, পাঠকই তার প্রকৃত বিচারক।

১৩৭৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পরই কেন এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল সে দুঃখ ও বেদনার কাহিনি এখানে অনাবশ্যক, বলার ইচ্ছেও নেই। বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমার, কিন্তু বন্ধ হবার কারণ আমি নই। দুই বয়ঃজেষ্ঠ বিজ্ঞজনের তুচ্ছ কারণে প্রায়ই অজ্ঞজনের মতো ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হয়ে আমিই সরে আসা স্থির করি। ফলে পত্রিকা বন্ধ করা ছাড়া আর পথ থাকে না।

প্রথম থেকে এই পত্রিকা বহু বিশিষ্ট অনুরাগী পাঠক পেয়েছে। এক কিশোরীর কথাও ভুলব না। পত্রিকা প্রকাশের দুয়েক দিনের দেরিতেও অস্থির হয়ে মেয়েটি ফোন করত। কথা বলতে চাইত আমারই সঙ্গে। আমাকে সামনাসামনি দেখার তার খুব ইচ্ছে। ফোনে সময় ঠিক করে একদিন সে তার বাবার সঙ্গে এসে হাজির। সেদিনই জানা গেল, মেয়েটি কোনও দুরারোগ্য অসুখে ভুগছে। বই ও ভালো কয়েকটি পত্রিকাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। আনন্দে বিষাদে সময় কাটে তাদের সঙ্গে। অষ্টম সংখ্যায় পত্রিকা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি পড়েই তার টেলিফোন। আকুল প্রশ্ন— পত্রিকা বন্ধ করছেন কেন?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলাম, আমাদের পাপে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের স্বল্পায়ু সেই পত্রিকার এই সংগ্রহ এখনকার পাঠকের কাছেও গ্রহণীয় হবে কি না জানি না। সে ভাবনাও আমার নয়। কেননা, সারস্বতের কোনও অংশই পুনর্মুদ্রণের কথা আমি ভাবিইনি কখনও। 'সারস্বত প্রকাশ' হুবহু পুনরুদ্ধারের তবু যদি কোনও মূল্য থাকে, তার কৃতিত্ব অভীক মজুমদারের। আর এই পত্রিকার লেখাগুলি আজ এত দিন পরও যদি পাঠকের মনোযোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, সে-কৃতিত্বও এর লেখকবৃন্দের। প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই পত্রিকার প্রতিমাসের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পাঠককে চমকে দিত, তার পুরো গৌরব শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর। প্রতি সংখ্যার জন্য তিনি দুটো প্রচ্ছদ তৈরি করে দেখাতেন, বারণ করলে বলতেন, প্রচ্ছদ চূড়ান্ত করার দায় সম্পাদকের। পত্রিকার আকার-প্রকার ও অভ্যন্তর পৃষ্ঠাবিন্যাসে প্রকাশনায় পরম অভিজ্ঞ দিলীপকুমার গুপ্তের হাতের ছোঁয়া তখনই শহরের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকায় মুদ্রণপ্রমাদ প্রায় থাকতই না। তবু ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণে মূল পত্রিকার দুয়েকটা মুদ্রণপ্রমাদ হয়তো রয়ে গেল। সেজন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।